শ্রীশ্রীদুর্গা
শরণং

বিল্বচরিত্র নামক গ্রন্থঃ

শ্রীশ্রীমহাদেব বক্তা শ্রীশ্রীপার্ব্বতী শ্রোতা
বিল্ববৃক্ষাদি উৎপত্তি প্রভৃতি
নানাবিধ প্রশ্নোদ্ধার

শ্রীযুত কালীদাস দাস কর্ত্তৃক
বিরচিত।

কলিকাতা সারসংগ্রহ যন্ত্রে
যন্ত্রিত।

☞ এই পুস্তক যাঁহাদিগের প্রয়োজন হইবেক
শোভাবাজারের বটতলার দক্ষিণাংশে
উক্ত যন্ত্রে পাইবেন।

ইতি সন ১২৫২ সাল তাং ১১ জ্যৈষ্ঠ।

শ্রীশ্রীদুর্গা

শরণং

গণেশ বন্দনা।

বন্দ দেব গণপতি ত্বংহি জ্যোতির্ম্ময়। যোগের প্রধান যোগী তুমি মহাশয়॥ বেদান্তে তোমারে ব্রহ্ম বলিয়ে বাখানে। তোমার মহত্ত্ব তত্ত্ব অন্যে কেবা জানে। জগতের কার্য্য সিদ্ধি হয় তব নামে। তব গুণে দেবগণ দিতে নারে সীমে॥ সর্ব্ব অগ্রে তোমারে পূজেন দেবগণ। পরাৎপর পরব্রহ্ম ত্বংহি গজানন॥ বালার্ক জিনিয়া রূপ অতি চমৎকার। তবরূপ ভক্তে নাহি হয় সুবিস্তার॥ চঞ্চলা অচলা শোভে তব পদ দ্বয়ে। নখরেতে নিশাকর আছে লিপ্ত হয়ে॥ লোহিতাক্ষ চতুর্ভুজ তুমি লম্বোদর। গলে শোভে গজমতি অতি মনোহর॥ শশি জিনি শিরে শোভে মুকুট মণ্ডল। ষোল কলা পূর্ণ হেলে করে টলং॥ ত্বংহি অগতির গতি শুনি বেদাগমে। কৃপাকর কৃপানাথ এ ছার অধমে॥ মনাদি কি দীন হীন নাহি ত্রিভুবনে। নিজ

দাস বলে রাখ চরণ কমলে ॥ শ্রীপাট মালিয়াপাড়া মহা
পুণ্যস্থান । যেই স্থানে রাধাকান্ত সদা বিরাজমান ॥
ধরামধ্যে ধন্য মানি করিয়া বাখান । তাহার সান্নিধ্য বাস
গ্রাম পুইনান ॥

সরস্বতী বন্দনা ।

বন্দ বেদমাতা মাগো দেবি সরস্বতী । শ্বেত পদ্মাসনে
মাগো কর অবস্থিতি ॥ ত্বংহি তন্ত্র রূপা ত্বংহি ব্রহ্ম স্বরূ
পিণী । পূর্ণ জ্যোতির্ম্ময় ত্বংহি শুক্ল বরণী ॥ শ্বেতপুষ্প
ভূষণ পরিধান শ্বেতাম্বর । শ্বেত অলঙ্কার অঙ্গে শোভে মনো
হর ॥ কি আর বর্ণিব তব চরণের শোভা । নখরেতে দীপ্ত
করে কোটি চন্দ্র আভা ॥ পদদ্বয়ে বিরাজিত শিশু সৌদা
মিনী । আর শোভে ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী ॥ ত্বংহি বিশ্ব
মাতা মা সমস্ত বীণাপাণি । অবোধের বোধ ত্বংহি বাক্য
প্রদায়িনী ॥ শশধর জিনিয়া মায়ের চন্দ্রাননা । তাহে শোভা
করে দিব্য অম্বুজ নয়ন ॥ তাহাতে সুবেশ কেশ মস্তকে
রাখানি । যেন দিপ্ত করে দীর্ঘ কাল ভুজঙ্গিনী ॥ কি জানি
মহত্ত্ব তত্ত্ব আমি অভাজন । যেমন দিয়াছ জ্ঞান করিনু বর্ণন
জানিয়া মহত্ত্ব ব্যাস আদি যত কবি । কবিবর হইল সবে
ও চরণ সেবি ॥ নিতান্ত তোমার দাস এই কালীদাস । কণ্ঠে
অধিষ্ঠান হয়ে পুরাও অভিলাষ ॥ মনের মানস পূর্ণ কর
বিশ্বমায়া । কৃপাকরি নিজ দাসে দেহ পদছায়া ॥

গ্রন্থসূচনা।

শিবসনে বিরাজিত হইয়ে শঙ্করী। শিবেরে জানিয়া
কিছু করেন খোহারি॥ হাস্য রহস্য কথা কহেন পার্ব্বতী।
শ্রবণ করেন সুখে দেব পশুপতি॥ হেনকালে ঈশানী
ঈষত হাসিকয়। নিবেদন করি এক শুন মৃত্যুঞ্জয়॥ ভক্তি
ভাবে যে তোমারে দেয় বিল্বদল। অবশ্য করহ তার বাসনা
সফল॥ কিহেতু সন্তুষ্ট তুমি শ্রীফল পত্রেতে। তদন্ত
বলহ মোরে প্রকাশ চিত্তেতে॥ বেদ বিধি আদি তব নাহি
অগোচর। করোনা বঞ্চনা মোরে বলহ সত্বর॥ কালীদাস
কালীপদে মজাইয়া মন। ভাষায় রচিল বিল্ব উৎপত্তি কথন॥

বিল্বোৎপত্তি।

পয়ার॥ শুনিয়া ভবানীর বাণী ভব ভেবে মনে। ভবা
নীর প্রতি তবে কহে সকরুণে॥ শুন দুর্গা কহি আমি তার
বিবরণ। শ্রবণ করহ তুমি হয়ে এক মন॥ আমার পূজার
হেতু দেবী পদ্মালয়া। ব্রতী হয়ে রহিলেন মনে বিচা
রিয়া॥ আনলক্ষ পদ্ম পদ্মা কৈল আয়োজন॥ অর্পণ করিবে
মোরে এই আকিঞ্চন॥ লক্ষ পদ্ম সংখ্যা করি আসনে বসিল।
স্বহস্তে অর্পণ মোরে করেন কমলা॥ লক্ষ পদ্ম সংখ্যা করি
সম্মুখে রাখিয়া। ভজনে আসনে বসিলা হরিপ্রিয়া॥ বিস্ময়
হইনু দেখে তার দৃঢ় ভক্তি। অতএব মনে এক করিলাম
যুক্তি॥ শূন্য হতে এক পদ্ম করিলাম চুরি। দেখই আশ্চর্য্য

কথা শুনহ শঙ্করী ॥ অজ্ঞান হৈল পদ্ম সমাপ্ত সময়ে। কিছুই উপায় লক্ষ্মী না পান ভাবিয়ে ॥ হেনকালে ছেদিলেন আপনার স্তন। স্তনপদ্ম দিয়া পদ্মা কৈলা সমাপন সন্তুষ্ট হলেম দেখে তাহার ভকতি। পুনর্ব্বার মনে এক করিনু যুকতি ॥ স্তনপদ্ম দিয়া লক্ষ্মী পূর্ণ কৈলা আশ। কিরূপেতে পৃথিবীতে হইবে প্রকাশ ॥ এইহেতু আমি মনে চিন্তি অনুক্ষণ। পৃথিবী বিদার করি করিনু সৃজন ॥ তাহাতে জন্মিল এক শ্রীর্ঘতরুবর। ত্রিপত্র শ্রীফলপত্র ফল সুন্দর ॥ যদি বল ত্রিপত্র হইল কি কারণ। আবির্ভাব ত্রিদেব ত্রিপত্রে দীপ্ত হন ॥ একারণে তুষ্ট আমি পাইলে বিল্বদল। শুনহ শঙ্করি এই কহিনু সকল ॥ কালীদাস কালীপদে মজাইয়া মন। বিল্বচরিত্র ভাষা করিল রচন ॥

॥ পুনর্ব্বার হৈমবতী হর প্রতি কয়। আর এক জিজ্ঞাসি কহিবে মৃত্যুঞ্জয় ॥ ব্রহ্মাণ্ডে নাহিক কিছু তব অগোচর। যোগ বলে সকলি জানহ দিগম্বর ॥ ব্রহ্মাণ্ডে যতেক পুষ্প আছে মনোহর। কোথায় উৎপত্তি হৈল কহ গঙ্গাধর ॥ হাসিয়া কহেন তবে দেব শূলপাণি। কহিব সেসব কথা অপর্ব্ব কাহিনি ॥ আদ্যশক্তি তুমি দেবী কাত্যায়নী। তেকারণে আমারে জিজ্ঞাস হেন বাণী ॥ আপনার রেতে যজ্ঞপুষ্প জন্মাইলে। আপনি সৃজন করি আমা জিজ্ঞাসিলে ॥ তঙ্গমত যত আছে দেবতা সাকার। সেই রূপ পুষ্প

পুষ্পে হয় দেবতার ॥ অমরা ভুবনে হয় কুসুমের স্থিতি। [illegible]হল উদয় এই শুনহ পার্ব্বতী ॥ কালীদাস কালীপদে মজাইয়া মন। ভাষায় রচিল এই গ্রন্থ বিবরণ ॥

চম্পকের উৎপত্তি।

পয়ার ॥ পুনর্ব্বার কহেন গৌরী সহাস্যবদন। আর এক নিবেদন শুন পঞ্চানন ॥ পৃথিবীতে যত পুষ্প আছে মনোহর। সকল পুষ্পেতে প্রবেশয়ে মধুকর ॥ চম্পক পুষ্পেতে কেন না যায় ভ্রমর। তাহার বৃত্তান্ত মোরে কহ মহেশ্বর ॥ মধুহীন হৈল কেন চম্পক কুসুম। শুনিতে বৃত্তান্ত প্রভু বাঞ্ছা হয় মম ॥ হাসিয়া কহেন তবে দেব ত্রিপুরারি। শুনহ শঙ্করী তাহা কহিব বিস্তারি ॥ বৃন্দাবনে কৃষ্ণ লীলা করিলা বিস্তর। বড় অপরূপ কথা শুন অতঃপর ॥ মুরারি বাজায়ে হরি যায় গোচারণে। সঙ্গেতে চলিল শ্রীদামাদি সখাগণে ॥ শ্যামের মুরারি ধ্বনি শুনিয়া শ্রীমতি। করুণাবচনে বলে বিন্দা দূতী প্রতি ॥ যা গো দূতী ফিরাইয়া শ্যামচাঁদে আন। চাঁদ বদনে হেরি জুড়াই জীবন ॥ শ্রীমতীর কথা দূতী করিয়া শ্রবণ। অবিলম্বে গেল যথা নন্দের নন্দন ॥ হেরো ওহে প্রাণকৃষ্ণ ত্রিভঙ্গ মুরারি। তোমার বিহনে প্রাণে মরে তব প্যারি ॥ যে বেলা যে বেলা বঁধু গেলে গোচারণে। কমলিনী বাঁচে নাকো তব অদর্শনে ॥ কোনমতে ফিরিলা না আইল রাখালগণ। মুরারি বাজায়ে হরি করিলা গমন ॥ হেন

কাশে শুভলে ডাকিয়া বিন্দাদূতী। করুণাবচনে বলে শুভ লের প্রতি॥ তুমি হও কৃষ্ণ সখা শুভল সুধির। সুপুষ্প কৃষ্ণেরে দিব করিয়া স্থির॥ তুলিয়া আনিল এক চম্পকের কলি। শুভলেরে দিল রাধা নাশে দিতেডালি॥ সেই পুষ্প শুভল লইয়ে নিজ করে। অবিলম্বে গেল তিঁহ কৃষ্ণের গোচরে॥ বিন্দার বৃত্তান্ত কথা কৃষ্ণে জানাইয়া। সেই পুষ্প হরি হস্তে দিল সমর্পিয়া॥ সেই পুষ্প যদুপতি লইলা আঘ্রান। মদনে পীড়িত হয়ে হারাইলা জ্ঞান॥ সেইকালে শাপ তারে দিল বনমালি। মধুহীন হও তুমি চম্পকের কলি॥ তোমার সৌরভে যেন হৈনু কাতর। কখন তোমাতে নাহি পশিবে ভ্রমর॥ মধুহীন হৈল পুষ্প এইসে কারণ। শুন দুর্গে কহিলাম সব বিবরণ॥ কালীদাস কালীপদে মজাইয়া মন। ভাষায় রচিল চম্পকের বিবরণ॥

তুলসির উৎপত্তি।

পয়ার॥ পুনর্ব্বার কহে গৌরী যুড়ি দুইহাত। আর এক জিজ্ঞাসি কহিবে বিশ্বনাথ॥ তুলসী পাইলে তুষ্ট হন নারায়ণ। কোথায় উৎপত্তি তার কহ ত্রিলোচন॥ গ্রহপীড়াদি দুঃখ ভোগে যেই জন। তুলসীতে পূজে গ্রহরূপী জনার্দ্দন॥ তুলসীতে তুষ্ট হরি কিসের লাগিয়া। কহ ওহে গঙ্গাধর সদয় হইয়া॥ হাসিয়া কহেন তবে দেব ত্রিপুরারি। তাহার উদন্ত কহি শুনহ শঙ্করী॥ অবন্তি নামেতে এক

আছিল নগর। শান্তিপন নামে তথা ছিল মুনিবর ॥
জলধি মধ্যেতে তার পুত্র ডুবেছিল। পুত্রের কারণে
মুনি শোকাকুলি হৈল॥ রাম কৃষ্ণ দুইভাই মনের হরিষে।
পড়িবারে গেল সেই মুনির নিবাসে॥ কিছুকাল পাঠ শিক্ষা
করি দুইজনে। গুরুকে কহিল কিছু লইতে দক্ষিণে॥ এই
কথা শুনি তবে ঋষির রমণী। উচ্চৈঃস্বরে কান্দি বলে শুন
যদুমণি॥ কিধন দিবেক বাছা গুরুর দক্ষিণে। পুত্র সম ধন
আর নাহি ত্রিভুবনে॥ হেনধন হীন মোরে করিয়াছে বিধি
পুত্র শোকে দগ্ধ হয়ে আছি নিরবধি॥ অন্যধনে কার্য্য
নাই কানাই বলাই। পুত্রে মোর এনে দেহ এইভিক্ষা চাই॥
গুরুপত্নীর কথা শুনি [illegible]রাণ। করযোড়ে কহে মাতা না
কর ক্রন্দন॥ আনিব তোমার পুত্রে চিন্তা নাহি তায়। এত
বলি রামকৃষ্ণ হইল বিদায়॥ সমুদ্রের মধ্যে প্রবেশিয়া
ভগবান। যথাস্থানে গুরুপুত্রে করিল সন্ধান॥ শঙ্খাসুর
হরেছিল মুনির নন্দনে। তাহার নিকটে হরি দিল দরশন॥
শুন ওরে শঙ্খাসুর বলি রে তোমারে। গুরুপুত্রে আনিয়াছ
ছাড়িদেহ মোরে॥ এত শুনি শঙ্খাসুর মাগিলেক রণ। শুনি
কোপে কম্পবান হইলা নারায়ণ॥ যুদ্ধ করি শঙ্খাসুর
করিলা সংহার। অবহেলে গুরুপুত্রে করিলা উদ্ধার॥
শঙ্খাসুরের কন্যা নাম বিন্দা সতী। নবীন যৌবনা লাবণ্য
অতি রূপবতী॥ শ্রীহরি কহিলা তারে মধুর বচন। আজি

বিলো সতী মোরে দেহ আলিঙ্গন ॥ এত শুনি বিন্দা সতী করিল উত্তর । অকারণে কেন মোরে কহ কটূত্তর ॥ পতিব্রতা সাধ্যা আমি নাম বিন্দা সতী । স্বপতির বিনা আর অন্যে নাহি রতি ॥ এত শুনি হরি তারে কৈলা বলাৎকার পরে পরিচয় হরি দিলা আপনার ॥ বিন্দা সতী বলে যদি তুমি নারায়ণ । কি লাগিয়া হেন কর্ম্ম কৈলে অকারণ ॥ পতিত করিলে মোরে সতীত্ব ধর্ম্মেতে । অসতী বলিয়া মোরে ঘুষিবে লোকেতে ॥ এত শুনি কহে তবে দেবচক্রপাণি । আমার [illegible] তুমি হও সুবদনি ॥ হইল তোমার যশ শুনলো প্রিয়সি । আমার পরশে তুমি হইলা তুলসী ॥ অনায়ে তুলসী মোরে দিবে যেই জন । প্রভু পীড়া যাবে তার আমার বচন ॥ ততক্ষণে তুলসী হইল বিন্দা সতী । অন্তর্দ্ধান হইলেন দেব যদুপতি ॥ এইরূপে তুলসীতে তুষ্ট নারায়ণ । শুন দুর্গে কহিলাম সব বিবরণ ॥ কালীদাস কালীপদে মজাইয়া মন। তুলসীর জন্ম কথা কৈল সমাপন॥

পুনর্ব্বার কহে গৌরী করিয়া মিনতি । আর এক জিজ্ঞাসি কহিবে পশুপতি ॥ তুলসী যদ্যপি হৈল হরির ভূষণ । শঙ্খ রশূগালে তারে দেয় যে কিকারণ ॥ এত শুনি কহে হর হরষিত মন । কহি সে সকল কথা তোমার সদন ॥ পিতৃসত্য পালিবারে রাম গেলা বন । সঙ্গেতে চলিলা সীতা অনুজ লক্ষ্মণ ॥ রাম বিনা শূন্য হৈল অযোধ্যানগর । রাম শোকে

সেইহেতু পলাইয়া নারে শান্য। গবাক্ষের দ্বারে তেজ দেখিয়া
নয়ানে। মূর্চ্ছিত হুইল তাহে সেই ততক্ষণে॥ তেজ ভাঙ্গ
খেয়ালীশকন্যা পলাইয়া গেল। আপন উপায় সেই ভা
বিতে লাগিল॥ জানিয়ে সূর্য্য দেব আইল কত ক্ষণে। আপ
নার ভগ্ন তেজ হেরিয়ে নয়নে॥ ক্রোধে কম্পবান হইলা
বালক মুরতি। ততক্ষণে ধ্যানস্থ হইল শীঘ্রগতি॥ নিশ্চয়
জানিল সব ধ্যানস্থ হইয়া। তেজ ভাঙ্গি খেয়ালীশকন্যা
গেছে পলাইয়া॥ বিশ্বকর্ম্মায় ডাকিয়া বলিল দিবাকর।
এখনি করিবে উচ্ছেদ তব পরিবার॥ ভয়ে ভীত হইয়া
তখন বিশ্বকর্ম্মা কয়। অপরাধ ক্ষমা কর দেব দয়াময়॥
তটস্থ হইয়া স্তব কৈল করপুটে। ক্ষমা কর দিবাকর এ
ঘোর শঙ্কটে॥ বড়ই অজ্ঞান সেই আমার সন্তান। ক্ষেম
অপরাধ তার করে কৃপা দান॥ ইহার উপায় আমি করিব
এখনি॥ ক্ষণেক সুস্থির হয়ে রহ দীনমণি। দ্বাদশ খণ্ড
তেজ আমি করিব নিরীক্ষণ॥ সুন্দর আকৃতি হবে অতি
সুশোভন। মাসেই একখণ্ড উদয় হবে। দ্বাদশ মাসেতে
দ্বাদশ খণ্ড সম্ভাবিবে॥ শ্বশুরের কথা সূর্য্য করিয়ে শ্রবণ।
সেইমতে স্বীকার করিল ততক্ষণ॥ এইরূপে হইলেক দ্বাদশ
ভানু। [illegible] নাম সব নিরবধি। [illegible] কালীদাস কহে
পদে মজাইয়া মন। বিন্দুচরিত্র পুঁথি করিল রচন।

শিবেরে চাহিয়া পুন কহেন শিবানী। আর এক [illegible]

জ্ঞানি কহিবে শূলপাণি ॥ পূর্ব্বে কহিয়াছ তুমি শম্ভু মৃত্যুঞ্জয় । অনন্ত মরণ তব কখন না হয় ॥ আমি তব অর্দ্ধ অঙ্গ জানে ত্রিসংসারে । আমি মৈলে তুমি বাঁচ কহ কি প্রকারে ॥ দক্ষযজ্ঞে আমি যখন ত্যজেছিলাম প্রাণ । কেমনে বাঁচিলে প্রাণে কহ ত্রিনয়ান ॥ হরষিতে কহে তবে দেব দিগম্বর । কহিব সে সব কথা তোমার গোচর ॥ দক্ষযজ্ঞে যখন প্রাণ ত্যজিলে ভবানী । যোগে মৃত্যু যোগ মোর হইল তখনি ॥ অর্দ্ধঅঙ্গ গেলে কেবা বাঁচে কতক্ষণ । যতক্ষণ বাঁচে প্রাণ সব অকারণ ॥ পূর্ব্ব কলে যোগ বলে রহিল জীবন । তথাপি আমার হৈল জীয়ন্তে মরণ ॥ তা না হৈলে হেন কর্ম্ম কোন জন করে । মৃতুদেহ লয়ে কেবা ফেরে ত্রিসংসারে ॥ অচৈতন্য হৈয়া আমি ছিলাম কিছু দিন । পরেতে তোমার সঙ্গে হইল মিলন ॥ শুন দুর্গা কহিলাম তোমার সদনে । যে রূপে তখন আমি বাঁচিলাম প্রাণে ॥ কালীদাস কালীপদে মজাইয়া মন । বিদ্যাচরিত্র পুথি করিল রচন ॥

পয়ার । হাসিতে হাসিতে পুন কহেন পার্ব্বতী । আর এক জিজ্ঞাসি কহিবে পশুপতি ॥ দক্ষশাপ হেতু চন্দ্র ত্যজি সন্ধ্যাদিয় । পৃথিবীতে জানাইল এত মিথ্যা নয় ॥

মুখে করিলেন যোগ [illegible]বণ ॥ মনেতে বিস্ময় তবে হই লেন ব্রহ্ম। যোগাযোগ ব্রহ্মায় দেখিয়া যোগ ধর্ম্ম ॥ আদ্যাশক্তি প্রতি ব্রহ্ম কহিলা ডাকিয়া। প্রত্যক্ষ [illegible] যোগ হের দেখসিয়া॥ হেনমতে যোগ যদি করেন উচ্চারণ তবেত করিবেন ব্রহ্মা ব্রহ্মনিরূপণ॥ অবিধি হইবে পরে অবনি মণ্ডলে। ব্রহ্ম নির্ণয় তবে জানিবে সকলে ॥ এতবলি ছেদি লেন ব্রহ্মার উর্দ্ধানন। কণ্ঠে মুণ্ড লিপ্ত হয়ে আছে বিচক্ষণ॥ চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা হইলা এই সে লাগিয়া। শুন দুর্গে কহিলাম সব বিস্তারিয়া॥ কালীদাস কালীপদে মজাইয়া মন। বিল্ব চরিত্র পুথি করিল বচন॥

করুণা করিয়া পুন কহেন ভবানী। আর এক জিজ্ঞাসি কহিবে শূলপাণি॥ শ্রীমুখে শুনিতে মোর বড় ইচ্ছা হয়। তেকারণে পুনঃ পুনঃ সুধাই গুণময় ॥ মহিম্নস্তবে তব তুষ্ট কি কারণ। ইহার বৃত্তান্ত কথা কহ ত্রিলোচন॥ শুনিয়া পার্ব্বতী কথা দেব পশুপতি। করুণা বচনে বলে ভবানীর প্রতি॥ মনোরম আলয়ে ছিল একদ্বিজবর। পুষ্পদন্ত নাম তার খ্যাত ত্রিসংসার॥ পুষ্পচয়ন করিত সেই ইন্দ্রের লাগিয়া। অমরাভবনে ছিল নিযুক্ত হইয়া॥ তদন্তরে শুন শুহে প্রিয়ানী ঈশানি। আর এক কহি [illegible] কাহিনী॥ কাশীরাজা আমার শিষ্য বিখ্যাত ভুবন। অতি বড় ভক্ত সেই আমা

বদনে। সর্পচূর্ণ হৈল তব আনিতে কমনে॥ তদন্তরে কহিল সে করুণা বচন॥ সেহেতু হইল হেন কহি ও চরণে। পূর্ব্বাপর এইলিপী আছয়ে লিখিত। ইহার বৃত্তান্ত আমি নাজানি কিঞ্চিত॥ এই জন্য মনে ভয়ে হইনু আপনি। প্রেম দর্শনে হবে বুঝিলাম আমি॥ তদন্তরে তারে আমি দিলাম অভয় শীঘ্রগতি যাও তুমি অমর আলয়॥ ইন্দ্র লয়ে গেল সেহ মন আজ্ঞা লয়ে। কৈলাশ শিখরে পুন আইলাম ধেয়ে॥ মহিম্ন স্তবে তুষ্ট এই সে কারণে। শুন দুর্গা কহিলাম তোমার সদনে॥ কাশীদাস কালীপদে মজাইয়া মন। ভাবায় রচিল মহিম্ন স্তব বিবরণ॥

পয়ার। পুনর্ব্বার কহেন গৌরী সহাস্য বদনে। আর এক নিবেদি হর ও রাঙ্গাচরণে॥ গণপতি পুত্র মোর অতি সুলক্ষণ। সুন্দর মূর্ত্তি আবৃত অতি সুশোভন॥ আমার সন্তানে কিবা দৈব দোষ হইল। তথির কারণে তার মুণ্ড উড়ে গেল॥ হেন দৈব কভু নাহি ঘটে অন্যজনে। গনেশ পড়িল কেন শনির নয়নে॥ আর এক আশ্চর্য্য হইল কি লাগিয়া। ইহার বৃত্তান্ত হর কহ বিস্তারিয়া॥ গনেশ আরাধেন [illegible] গজস্কন্ধ গনেশের সম্পূর্ণ হইল॥ কিবা পুণ্য করে ছিল সেই করিবর। ভেকারূপে পাইল সেহ গণেশ কুঞ্জর। ইহার বৃত্তান্ত মোরে

মার। যদি না করিতে শিবের মনের বিকার॥ এত বলি সক্রোপিত হইলে আপনি। তোমারে হেরিয়া ব্রহ্মার উড়িল পরাণি। ভয়ে ভীত হয়ে তেঁহ কহিলা তোমারে॥ অপরাধ ক্ষম দুখে মোরে কৃপাকরে। ঐ শিব তেজ আমি লয়ে নিজ করে। সন্তান নির্মায়ে দিব তোমার গোচরে॥ সেই কালে ইন্দ্র এসেছিল রম্য বনে। দিব্য দীর্ঘ ঐরাবতে ছিল আরোহণে॥ এক দিন দুর্ব্বাসা মুনি চিন্তি অনুক্ষণ। অবিলম্বে গেলা তেঁহ বৈকুণ্ঠ ভবন॥ গোবিন্দ পদারবিন্দ করে দরশন। পরে কৈল অভিলাষ কথোপকথন॥ বিদায় কালেতে কৃষ্ণ হরিব অন্তরে। আশীর্ব্বাদ তুলসী এক দিলা মুনিবরে॥ তুলসী পাইয়া মুনি হরষিত মনে। ত্বরায় আইলা ঋষি সেই রম্য বনে॥ মুনি দেখি ইন্দ্র রাজ প্রণাম করিল। প্রসাদ তুলসী মুনি ইন্দ্র হস্তে দিল॥ তুলসী পাইয়া ইন্দ্র মনের কৌতুকে। ত্বরায় রাখিল ঐরাবতের মস্তকে॥ প্রসাদি তুলসী হস্তী স্পর্শ করিয়া। ইন্দ্র ত্যজি অন্য বনে গেল মত্ত হইয়া॥ খুঁজিয়া না পান ইন্দ্র আপন বাহন। তথির কারণে ইন্দ্র ভ্রমে বনে বন॥ সেই হস্তী অন্য বনে কিছু দিন ছিল। সেই হস্তীর মস্ত গণেশের মুণ্ড হৈল॥ বিষ্ণুর প্রসাদি পুষ্প পরশে যে জন। পবিত্র তাহার দেহ হয় ততক্ষণ॥ এই হেতু গজানন হইল গণেশ। শুন দুর্গে

কহিলাম সব সবিশেষ। কালীদাস কালীপদে মজাইয়া মন। বিষ্ণুচরিত্র পুঁথি করিল রচন॥

পুনর্ব্বার গৌরী, করিয়া গেহেরি, কহিছেন মহেশে। মন অ[illegible], পুনঃ ও কীর্ত্তিবাস, আপন মন হরিষে॥ কহিলে আপনি, ওহে শূলপাণি, শনির মহত্ব যত। কি কহিব আনে, দেবনারায়ণে, শনি ভয়ে লুকায়িত॥ পুন আমি তাই, তোমারে সুধাই, কহ হর সত্যভাষা। কোথায় উৎপত্তি, কোথা করে স্থিতি, কেমন শনি সাহসা॥ করি য়ে বিচার, হেন অধিকার, কোন জন দিল তারে। এহেন দুরন্ত, দ্বিতীয় কৃতান্ত, সর্ব্বজীবে কেন ডরে॥ কেবা তার মাতা, কেবা তার পিতা, তারা কিবা নাম ধরে। হয়ে মান্য মান, এমন সন্তান, পাইল তারা কার বরে॥ ইহার তদন্ত, ওহে গুণবন্ত, সত্য করি কহ মোরে। শুনিলে শ্রীমুখে মম মন সুখে, ভাসি হে আনন্দ নীরে॥ কহে কালীদাস, হইয়া উল্লাস, কালীপদে আশাকরে। ত্রিপদী রচন, করিল মিলন, ঐ পদ ভরসা করে॥

পয়ার। মিড়ানীর প্রতি পুনঃ কহেন মিত্যুঞ্জয়। কহিব তোমারে আমি সব সমুদয়॥ শনির উৎপত্তি স্থিতি করহ শ্রবণ। কহিব তোমারে আমি সব বিবরণ॥ ছায়া

কহেছি পূর্ব্বেতে, তোমার অগ্রেতে, শনির উৎপত্তি কথা আর ছয় গ্রহ, জন্মের বেহ, কহিতেছি সে বারতা॥ রবির উৎপত্তি, শুনহ পার্ব্বতী, কহি তার সবিশেষ। ক্ষীরোদ মন্থনে, পাইল দেবগণে, এইতো রবির উদ্দেশ। কশ্যপতনয়, রবি তেজময়, এই শাস্ত্রের লিখন। শুনহ ভবানী, কহিনু বাখানি, সত্য নহে প্রতারণ॥ সোম শশধর, রূপে মনহর, মন্থনে উপজীল। কশ্যপ নন্দন, অতি বিচক্ষণ, সর্ব্বদেবেতে জানিল॥ মঙ্গল উৎপত্তি, শুন ভগবতী, কহি তার আদ্য অন্ত। শুনে সুবিস্তার, মনের বিকার, ঘুচিবে হইবে স্বচ্ছন্দ॥ ভূমির নন্দন, অতি বিচক্ষণ, মঙ্গল নাম তাহার। অবনি উদরে, জন্মিল সত্বরে, কহিনু বিস্তার তার বুধের উৎপত্তি, শুন সাধ্যে সতী, কহি তার আদি অন্ত। শুন সুবিস্তার, মনের বিকার, দুর্ব্বিদ হইবে সান্ত॥ হিমাংশু তনয়, মহাতেজময়, নিশ্চয় জানিবে মনে। জীব বিবরণ, করহ শ্রবণ, কহিব শাস্ত্র বিধানে॥ কশ্যপ তনয়, বৃহস্পতি হয়, মিথ্যা কভু নাহি হয়। অদিতি উদরে, জন্মিল সত্বরে, কহিলাম সমুদয়॥ কেবা জানে অন্ত, মহাতেজবন্ত, দেব গুরু মহামান্য। পুত্র্য দেবতা, নাহি অন্যথা, ত্রিভুবনে ধন্য২॥ শুন এক আশ্চর্য্য, মনে ধৈর্য্য, হইল পুরনী পার্ব্বতী। সেই দৈত্য ভয়ে, দেবতা পলায়ে,

স্বস্থানে না করে স্থিতি॥ দৈত্য গুরু হন, ভৃগুর নন্দন, শুক্রা চার্য্য নাম তার। অদ্ভুতজনক, কেবা পায় অন্ত, কহিনু ত দন্ত, সার॥ বিল্বচরিত্র, যেন শুধাবিন্দু শ্রবণে পাপ বিনাশে ত্রিপদীর ছন্দে, পাঁচালি প্রবন্ধে, রচিলেন কালীদাসে।

পয়ার। পুনর্ব্বার কহেন গৌরী করুণা করিয়া। আর এক জিজ্ঞাসি হর কহ বিস্তারিয়া॥ আগুবিস্মৃত তুমি দেব পঞ্চাননা। পূর্ব্ব প্রশ্ন সমাপ্ত না কৈলে কিকারণ॥ নবগুহ জন্ম কথা সুধানু তোমারে। সপ্তগুহ কহি সাঙ্গ কৈলে কি প্রকারে॥ আর দুই গ্রহ হয় উৎপত্তি হইল কোথা। তদন্ত ইহার কহ হয়ে প্রফুল্লিতা॥ কালীদাস কালীপদে মজাইয়া মন। বিল্বচরিত্র পুথি করিল রচন॥

এতেক শুনিয়া তবে দুর্গার ভারতী। হাসিতেং পুন কহেন পশুপতি॥ দেবাসুরে কৈলে যবে ক্ষীরোদ মন্থন। তাকে সুধা উপজিল শুন বিবরণ॥ সেই সুধা যেই জন ভক্ষণ করিবে। অমর হইয়া সেহ মরণ ত্যজিবে॥ সেই সুধা বিভাগ করিয়া ততক্ষণ। দেব দৈত্য লইবেন এই আকিঞ্চন॥ হেন কালে নারায়ণ চিন্তি মনেং। আপনার মনে যুক্তি কৈলা ততক্ষণে॥ দৈত্যগণ এই সুধা বিভাগ লইলে। সুধাপান করে [illegible] হইবে সকলে॥ তবেত আমার সৃষ্টি যাবে রসাতল। এ সব চিন্তি নারায়ণ পাতিলেন ছল॥ মায়া করি

হইলা এক ষোড়শী রমণী। এমন সুন্দরী কভু না দেখি না শুনি॥ উর্ব্বশী মেনকা রম্ভা বিদ্যাধরি যত। দাসীর সমান কেহ না হয় শোভিত॥ সৌদামিনী যিনি তারে রূপের তুলনা॥ সর্শ্বা ক্রমনাহি কার করিতে বর্ণ্ণনা॥ মোহিনী হইয়া তথা দেব চক্রপাণি। দেবদৈত্যগণে তিঁহ কহিলা আপনি॥ আমার বচনে তোমরা বৈস দুই ভিতে। সুধা বাঁটি দিব আমি ভার করেতে॥ নারায়ণের আজ্ঞা পেয়ে দেবাসুরগণ। দুই ভিতে শোভা করে বৈসে ততক্ষণ॥ দৈত্য মধ্যে রাহু দৈত্য বড় যোদ্ধা ছিল। আপন উপায় সেই মনেতে চিন্তিল॥ দেবতা থাকিতে দৈত্যে সুধা নাই দিবে। কিজানি কপালের কথা শেষে কি হবে॥ দেবে সুধা দিতে যদি যায় ফুরাইয়ে। তবে দৈত্যগণে সুধা পাইবে কোথায়ে॥ মায়া করি দেব সভায় গোপনে বসিল। দেবে সুধা দিতে সেই হস্তপাতি নিল॥ মোহিনী না জানে কিছু ইহার কারণ। ছলে সকুহলে সুধা করেন বিতরণ। হেনকালে চন্দ্র সূর্য্য প্রত্যক্ষ্য দেবতা। কি হল মোহিনী বলি কহে হেনকথা॥ দৈত্যের হস্তেতে সুধা কেমনেতে দিলে। আপনার সৃষ্টি নাশ আপনি করিলে॥ লজ্জিত হইল দৈত্যে এই কথা শুনি চন্দ্র সূর্য্যে প্রাণ হেতু ধাইল তখনি। সেইকালে নারায়ণ ভাবিয়া অন্তরে। সুদর্শনে আজ্ঞা দিলা দৈত্য ছেদিবারে॥

আজ্ঞামাত্র সুদর্শন আইল ততক্ষণ। রাহু দৈত্যের কন্ধ করিল ছেদন॥ রাহু দৈত্যের দেহ দুখণ্ড হইল। তাহে না হইল মৃত্যু অমরত্ব রহিল॥ সুধাপানে অমর হইয়াছে দৈত্য চয়। জনম মরণ তার কখন না হয়॥ ধাইয়া খাইতে যায় চন্দ্র দিবাকরে। অন্য দেখে কেহ নাহি নিবারিতে পারে॥ বিপদ শুনিলা তবে দেব নারায়ণ। প্রিয় বাক্যে রাহু দৈত্যে তুষিলা তখন॥ আমার বচন শুন ওহে দৈত্যবর। পূজায় প্রচার তব হও সুগোচর॥ সপ্তগ্রহ ছিল পূর্ব্বে জানে সর্ব্বজন। আর দুই গ্রহ হইলে তোমরা দুই জন॥ নবগ্রহ বলি সভে করিবে ঘোষণা॥ দেবতা বলিয়া অগ্রে করিবে গণনা॥ নরলোকে নবগ্রহ আগেতে পূজিবে। তবে গ্রহপীড়া হইতে মুক্ত তারা হবে॥ আর সপ্ত গ্রহদের প্রাপ্ত সপ্তবার। বিভাগ পাইবে ইহাদের অধিকার॥ পৃথিবীতে হইবেক পূজার প্রকার॥ চন্দ্র দিবাকরে পুন না করিও গ্রাস। এত শুনি রাহুদৈত্য কৈলা নারায়ণে॥ তুষ্ট হইলাম প্রভু তোমার বচনে। যেই দিন পৃথিবীতে পূজা নাহি পাব সেইদিন চন্দ্র সূর্য্য গ্রাসিবারে যাব॥ নবগ্রহ উৎপত্তি হইল যে প্রকার। শুন দুর্গে কহিলাম অদ্ভুত তোমার॥ [illegible] কালী দেবে নমাইয়া মন। বিষ্ণুচরিত্র পুথি করিল রচন॥

আনন্দে কহেন দুর্গা সদানন্দ প্রতি। আর এক

জিজ্ঞাসি কহিবে পশুপতি ॥ সপ্তগ্রহের সপ্তবার অধিকার ছিল। কি প্রকারে রাহুদৈত্য বিভাগ পাইলা। ইহার বৃত্তান্ত কথা কহ দিগম্বর। শ্রীমুখে শুনিলে ঘোচে মনের বিকার ॥ কালীদাসে কালীপদে মজাইয়া মন। বিষ্ণুচরিত্র পুথি করিল রচন ॥

পয়ার ॥ হাসিয়া কহেন তবে দেব শূলপাণি। কহিব সেসব কথা শুনহ ভবানী ॥ রবের্কর্ষ্যং চতুঃপঞ্চ হরি আজ্ঞা পেয়ে। সোমে সপ্তদ্বয়ং তথা বুঝ বিস্তারিয়ে। মঙ্গলে ষষ্ঠ দ্বিতীয়ঞ্চ জানিবে বিশেষ। বুধেবাং তৃতীয়কং এই উপদেশ ॥ গুরৌ সপ্তাষ্ঠকষ্ঠেব শুন নারায়ণী ॥ ত্রিচত্বারি চ ভার্গবে কহিনু বিস্তার। এইমতে সপ্তজন ভাগ বাটি দিল শুন দুর্গে তব অগ্রে কহিনু সকল ॥ কালীদাস কালীপদে মজাইয়া মন। বিষ্ণুচরিত্র পুথি করিল রচণ ॥

চামুণ্ডা কহেন পুন সহাস্য হইয়া। আরো এক জিজ্ঞাসি কহিবে বিস্তারিয়া ॥ কি লাগিয়া নারায়ণ হইল মোহিনী। ইহার বৃত্তান্ত কথা কহ শূলপাণি ॥ সতী প্রতি পশুপতি কহেন তখনে। কহি বৃত্তান্ত তার শুনহ শ্রবণে ॥ দৈত্যে ভুলাইতে হরি হইলা মোহিনী। চক্র করি নারী হৈলা দেবচক্রপাণি ॥ মোহিনীর রূপ হেরি যত দৈত্যগণ মদনে পীড়িত হয়ে হারাইল জ্ঞান তাই মোহিনীর বাক্য

লংঘিতে না পারে। প্রিয়বাক্যে মোহিনী তুষিল সবাকারে অন্যে কি বলিব আমি ·পশূ পাসরি । হেরে মোহিনীর রূপ জ্ঞান পরিহরি ॥ বুঝিতে নারিনু আমি শ্রীহরির ছল । মদনে মোহিত হয়ে হইনু বিহ্বল ॥ মোহিনী দেখিয়া মোর লিঙ্গ শুভা হইল । সামান্য না হইল তাহা সকলে জানিল ॥ তথাহইতে মোহিনী চলিল যথা স্থানে। শিবলিঙ্গ সঙ্গে২ যায় সেই খানে॥ মোহিনী জানিল ভ্রমণের বিস্মৃতি। তত·ক্ষণ মনে এক করিলা যুকতি ॥ সুদর্শনে আজ্ঞা দিলা দেব ভগবান। শিবলিঙ্গ ছেদ করি করো খান খান ॥ আজ্ঞামাত্র সুদর্শন খণ্ড২ কৈল । সহস্রেক শিবলিঙ্গ সুন্দর হইল ॥ আলিঙ্গন বাঞ্ছা করে ছিলাম যাহারে । পরে আলিঙ্গন হরি দিলেন আমারে ॥ এই কালে হরহরি হইনু সত্বর । এই তো মনের কথা হল সুগোচর॥ শ্রীহরি কহিলা মোরে করুণা বচনে । শুন ওহে শূলপাণি কহি তব স্থানে॥ সুদর্শনে তব লিঙ্গ করিয়াছি ছেদ । তাহাতে নাহিক মোর মনের বিচ্ছেদ॥ পৃথিবীতে তব লিঙ্গ পূজিবেক নরে। লিঙ্গপূজা করি সেহ পাইবে তোমারে ॥ তথাস্ত বলিয়া সায় দিলাম তাহায় । চক্রির চক্রের কথা কহনে না যায় দৈত্য ভুলাইতে হরি হইলা মহিনী। এইত স্বরূপ কথা শুনহ ভবানী। কাশীদাস কালীপদে মজাইয়া মন । বিষ্ণুচরিত্র পুথি করিল রচন ॥

কহে হৈমবতী, হয়ে হৃষ্টমতি, শুন ওহে ত্রিলোচন। পুন নিবেদন, করহ শ্রবণ, হয়ে হরষিত মন॥ কাশীর মহত্ত্ব, আছি আমি জ্ঞাত, কাশীখণ্ড ব্যক্ত আছে। মরিলে কাশীতে, না হয় জন্মাইতে, এই তত্ত্ব হয়েছে॥ কাশী মহা মান্য, ত্রিভুবনে ধন্য, ইহাতে অন্যথা নাই। তবে কি জন্যেতে, এ সোণার কাশীতে, অক্ষয় পাপ শুন্তে পাই॥ পেয়ে কার শাঁপ, হল মনস্তাপ, অক্ষয় পাপ এ কাশীতে। কহ গৌরীকান্ত, ইহার বৃত্তান্ত, নিতান্ত মম সাক্ষাতে॥ কালীপদ আশা, করিয়ে ভরসা, মনেতে হয়ে উল্লাস। ত্রিপদীর ছন্দে, পাঁচালি প্রবন্ধে, রচিলেন কালীদাস॥

পয়ার। হাসিয়া কহেন তবে দেব ত্রিপুরারী। কহিব সে সব কথা শুনহ শঙ্করী॥ বদ্রিকা আশ্রমে ছিলা ব্যাস মহামুনি। তপস্যা করিতেন তথা দিবস রজনী॥ শিষ্য বহুতর তাঁর নিকটে থাকিত। ইষ্ট আরাধনে তারা নিযুক্ত রহিত শিষ্যগণে ডাকাইয়া মহামুনি ব্যাস। কোন দিন দেন মুনি জ্ঞানের অভ্যাস॥ শিষ্য [illegible] সবে হইয়া। নদেব কেশবাৎ পরং কহেন বিস্তারিয়া॥ বিস্ময় হইল যত শিষ্য পরস্পর। কেন হেন অনুচিত কহ মুনিবর॥ কেশবের পর যদি অন্য দেব নাই। ইহার প্রমাণ কহ আমরা শুনিতে চাই॥

সঙ্গে তেত্রীশ কোটি দেব সঙ্গে ত য় ॥ পিতামহ আদি সহ যত দেবগণ। সভে স্তব ... হয়ে এক মন ॥ স্তবে তুষ্ট হয়ে আমি কহিলাম ব্রহ্মারে। কহ কিবা জন্য হেন স্তব কৈলে মোরে ॥ কিবা অভিলাষ ব্রহ্মা আছে তব মনে। বহু স্তব কৈলা মোরে কিসের কারণে॥ আমার এতেক বাক্য শুনিয়া শ্রবণে। কহিতে লাগিলা ব্রহ্মা করুণা বচনে অন্য অভিলাষ মোর নাহি কিছু মনে। ভক্ত জন্যে বাঞ্ছা কিছু করি তব স্থানে ॥ দিব দাস ভক্তে কাশী করিয়াছি দান। কাশী পরিহরি হর রাখ মোর মান ॥ তোমা বিনা অন্য কে করিবে মান রক্ষা। কিছু দিন জন্যে মোরে কাশী দেহ ভিক্ষা॥ ফিরা ... লয়া তুমি একপক্ষ রবে। পরেতে আপন কাশী আপনি ... বে॥ স্বয়ম্ভুব মুখে শুনে এতেক ভারতী। কপট করিয়া কহিলাম তার প্রতি ॥ দিব দাসে কাশী দান করিলে আপনি। পক্ষ ভরে কেমনে পাইব কাশী আমি॥ এত শুনি ব্রহ্মা মোরে লাগিলা কহিতে। যে হয় উপায় তার করি ... ॥ মন্ত্রণার অসাধ্য কিবা আছে ত্রিসংসারে। মন্ত্রণাতে বশ হয় যক্ষ রক্ষ নরে ॥ এই জন্যে কাশী ত্যাগ করিনু আপনি। সর্বজ্ঞ বচন এই শুনহ ভবানী ॥ কালিদাস কালীপদে মজাইয়া মন। শিবচরিত্র পুথি করিল রচন ॥

সেই অস্ত্রে জীবন্যাস দিল পূজাপর্ত। বড়ই আশ্চর্য্য কথা শুনহ পার্ব্বতি॥ শিবের সদৃশ ভাবি হইল ত্বরায়। হেন শক্তি নাহি কার জানিতে তাহায়॥ সেই অস্ত্র বামহস্তে করিনু ধারণ। সন্তুষ্ট হইল দেখে যত দেবগণ॥ রণসজ্জা করে রথে হয়ে আরোহণ। ত্রিপুর নগরে পরে করিনু গমন॥ ভিন্নবেশে দৈত্যদ্বারে দিয়ে দরশন। রণঘণ্টা বাজাইনু করিয়ে যতন॥ তথায় ত্রিপুরা ছিল আপন অন্দরে। রণঘণ্টা শব্দ শুনি ধায় নিরন্তরে॥ ততক্ষণে রণসজ্জা করে দৈত্যবর। আমার নিকটে আইল করিতে সমর॥ কত হস্তী তার রথের সাজন। নিশ্চিত না হয় তাহা কারে নিরূপণ॥ পুষ্পবৎ বর্ষি যুদ্ধ করিলা ত্রিপুর। তাহাতে হইল মম অত্যন্ত কাতর॥ মম রথ দৈত্যপতি করিয়ে সন্ধান। অবিলম্বে হানে তীক্ষ্ণ বাণ বরিষণ॥ বাণাঘাতে পড়ে রথ পশ্চাৎ হইয়ে। সহস্র যোজন যায় ধাবমান হয়ে॥ আমি যাহা নারি পারি বুঝিয়া সন্ধান। দশ যোজন যায় তাহে তার রথ খান॥ আপনি দিয়েছি বর সেই দৈত্যবরে। তাই পরাভব হই তাহার সমরে॥ হেনমতে বাণ যুদ্ধ করে দৈত্যচয়। তিন২ বাণ মারে হইয়ে নিশ্চয়॥ ত্রিপুর বাণেতে তনু হইল জর২। সর্ব্বাঙ্গে অস্ত্রের চিহ্ন হইল সত্বর॥ অঙ্গেতে রুধির ধারা বহিতে লাগিল। তাহাতে স্মরণ মম সমান হইল। তার বাণে যায়

রথ নহুস যোজন। রক্ষিতে না পারি তার বাণ নিবারণ॥ রথ স্থির না হইলে না পারি যুঝিতে। হনু কে কহিনু কোপিধ্বজেতে বসিতে॥ বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি হনু ধরয়ে শরীর। কোপীধ্বজে বৈসে শীঘ্র পবন নন্দন। শুনিয়া আমার বাণী পবন কুমার। যে আজ্ঞা বলিয়া শীঘ্র করিল স্বীকার॥ ত্রিপুরার বাণে রথ সুস্থির হইল। হনুমান রথচক্র ক্ষিতীতে পশিল॥ চলাচল নাহি হয় হইল যেমন। ত্রিপুরার সমরে মোর সংশয় জীবন॥ সেই কালে বৃষরূপ হয়ে নারায়ণ। পিঠ দিয়ে রথ তুলিলেন ততক্ষণ॥ রণস্থলে রথ মোর হল চলাচল। দৈত্যবর বধিবার বাড়িল মঙ্গল॥ ত্রিপুরার প্রতি আমি কুপীত অন্তরে। পশুবত অস্ত্র লইলে পুনি নিজ করে॥ সন্ধান পুরিয়ে অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে। অশ্রুনীর পতিত হইল অবনিতে॥ তাহাতে হইল এক দিব্য তরুবর। আমার সদৃশ [illegible] তদন্তর॥ তখন না জানি আমি তাহার কারণ। দৈত্যবরে বধিবারে চিন্তাযুক্ত হন। বহু কষ্টে সেই অস্ত্র করিল ক্ষেপণ॥ ত্রিপুরার অঙ্গে অস্ত্র পশিল তখন। বাণাঘাতে দৈত্যপতি হয়ে অচেতন॥ রথহইতে ভূমিতে পড়িল ততক্ষণ। ত্রিপুরা জানিল মনে জীবন সংশয়। স্তব আরম্ভিল মোরে তেয়াগি ভয়॥

ত্রিপুরার স্তব আরম্ভ।

লঘু ত্রিপদী। এঘোর দুর্গমে, এই নরাধমে, নিস্তার কর হে তাহে। ভবার্ণবে হিত, কর হে বিহিত, সুখ্যাতি রাখহ নামে॥ তুমি হে পঞ্চব্রহ্ম, না বুঝিয়া মর্ম্ম, অপরাধ করেছি কত। যায় মম প্রাণ, ওহে ত্রিনয়ান, কর মোরে পদাশ্রিত॥ তুমি হি ভক্তাধিন, আমি অতি দিন, কঠিন হও না মোরে। আমি তব দাস, ওহে কীর্ত্তিবাস, নিস্তার হে ভব ঘোরে॥ কালীপদ আশা, করিয়ে ভরসা, মনেতে হয়ে উল্লাস। ত্রিপদীর ছন্দে, পাঁচালি প্রবন্ধে, রচিলেন কালীদাস॥

পয়ার। হেনমত স্তব সেই কারিতেছ। তনু ত্যাগকরি গেল শিবের লোকেতে॥ তদন্তরে অবনি করিনু নিরক্ষণ। সম্মুখে দেখিলাম তরুর বিচক্ষণ॥ সুধাইলাম তরুবরে বিবিধ প্রকারে। কি লাগি আছহ তুমি আমার গোচরে॥ এতশুনি তরুবর লাগিল কহিতে। যেহেতু হেথায় আছি কহিব ত্বরিতে॥ ত্রিপুরারে বধিতে আপনি ত্রিনয়ান। ধনুকে টঙ্কার দিয়া নিঃক্ষেপিলে বাণ॥ সেইকালে তব চক্ষু হন অশ্রুপাত। তাহে জন্মিয়াছি আমি শুন ভোলা নাথ॥ তুষ্ট হইলাম আমি তার হেন বোলে। সেই কাঠের মালা তেঁই পরিলাম গলে॥ এইহেতু রুদ্রাক্ষ্য আমি করিনু

ধারণ। বৃষভ পাইনু যাহে শুন সে কারণ ॥ রথহৈতে নামি দেখিলাম তথায়ে। রথচক্রে পিঠ দিয়ে বৃষভ আছয়ে ॥ আমি কহিলাম তারে সহাস্য হইয়ে। রথচক্রে পিঠ দিয়ে আছে কি লাগিয়ে ॥ কে বট আপনি তুমি দেহ পরিচয়। যথার্থ শুনিলে মোর ঘুচিবে সংশয়। এতশুনি বৃষ কহে সহাস্য বদনে। চিনিতে নারিলে মোরে দেব ত্রিলোচনে ॥ পরিচয় সমুদয় লহ মিত্যুঞ্জয়। শ্রবণান্তে মনভ্রান্ত ঘুচিবে নিশ্চয় ॥ সেইকালে হনু গিয়া কোপীধ্বজ বেশে। অমনি তোমার রথ পৃথিবী প্রবেশে ॥ নিশ্চয় জানিবে আমি দেব নারায়ণ। বৃষভ বেশেতে রথ তুলিলেম তখন ॥ তুমি কিছু নাহি জান তাহার কারণ। দৈত্য বধিবারে ছিলে চিন্তাযুক্ত মন ॥ সাধিলে দেবের কার্য্য ত্রিপুরা বধিয়ে। মনোনীত বর লহ হৃদয়ে ভাবিয়ে ॥ শুনিয়া বৃষের বাক্য কহিলাম আমি। যদি মোরে সদয় হইলে চিন্তামণি। এই বর দেহ মোরে প্রভু নারায়ণ ॥ বৃষের রূপেতে মোর হইবে বাহন। তথাস্তু বলিয়া সায় দিলেন শ্রীহরি। বৃষভ বাহন তেঞী পাইনু শঙ্করী ॥ হরিদাস কালীপদে মজাইয়া মন। বিধু চরিত্র পুথি করিল রচন ॥

পয়ার। ভবানী ভবের প্রতি কহে সকরুণে। অপার মহিমা তব কেবা জানে ধ্যানে ॥

অথ ভগবতী মহাদেবকে স্তব করেন।

তোমার উৎপত্তিকালে, সেই ক্ষীরদের জলে, ছলে তোমায় চিনেছি নিশ্চয়াত্ত্বং হি জটিল যোগীন্দ্র, যোগেতে ঘুচায়ে রুদ্র, যেন সিদ্ধ স্বামি গুণময় ॥ নিজরূপ পরিহরি, শব রূপ দেহধরি, আপনি ভাসিয়ে সেই জলে। আপনি করিল চেষ্টা, ছিল যথা সুর জ্যেষ্ঠা, তথায় গেলেম আমি ছলে ॥ যোগেতে আছিলা সেহ, বুঝিয়া গলিত দেহ, তিঁহ পুন কৈলা বিসর্জ্জন। তথাহইতে ভেসেং, আইনু বিষ্ণুর পাশে, সেহ কৈলা ধাতার যতন ॥ তথায়ে তাপিত হয়ে, পুন ভাসিয়েং আইলাম তোমার গোচরে। যোগে ব্রহ্ম নিরূপণ, করিলেহে ত্রিলোচন, সেকারণ চিনিলে আমারে পরে পরিচয় লয়ে, আমারে সদয় হয়ে, তথায়ে হে করিলে ভজন। শাঁপিয়ে তোমায় প্রাণ, উভয়ে করিয়ে মান, নাম হল হর আলিঙ্গন ॥ কে জানে তোমার তত্ত্ব, তুমি রজ তুমি সত্ত্ব, তুমি হর সংহার কারণ। বেদবিধি আদি হর, নাহি তব অগোচর, যোগবলে কর নিরূপণ ॥

গ্রন্থ সমাপ্ত।